ডিএফপির ভূয়া ও অসত্য তালিকার ব্যপারে প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ডিএফপির মিডিয়া তালিকাভুক্ত পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ও বিজ্ঞাপন হারি নিয়ে সম্প্রতি ভূয়া ও অসত্য তথ্য সম্বলিত তালিকা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করছে একটি মহল।

এনিয়ে সতর্ক থাকার জন্য বুধবার (১০ জানুয়ারি) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) পরিচালক (বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা) মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রেস দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) মিডিয়া তালিকাভুক্ত পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ও বিজ্ঞাপন হার নিয়ে একটি ভূয়া, অসত্য তথ্য সম্বলিত তালিকা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে, যা এ অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর সরকারের নীতিমালা মোতাবেক নিয়মিতভাবে মিডিয়া তালিকা হালনাগাদ করে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে থাকে। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের ঠিকানা www.dfp.gov.bd। ডিএফপির ওয়েবসাইট ব্যতীত অন্য কোন অনলাইন বা সামাজিক মাধ্যমে তালিকা প্রকাশ করা হয় না।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত ভুল তথ্য সম্বলিত তালিকার বিষয়ে এ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

মেহেরপুরের মুজিবনগরে নির্বাচন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে নির্বাচন পরবর্তি সহিসংতা বন্ধের দাবিতে পরাজিত প্রার্থীর সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদীয় এলাকার বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে নির্বাচন পরবর্তি সহিংসতা। পরাজিত প্রার্থীর নেতাকর্মীদের উপর হামলা, মারধর, তাদের বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। এসকল অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার দুপুরে পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নান তার বাসভবনে এক সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আপনাদের (সাংবাদিকদের) অভিজ্ঞতার আলোকে নিশ্চয় জানেন যে, নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীর কর্মি সমর্থকরা পরাজয়ের লজ্জায় এবং নানাবিধ হুমকি ধমকির কারণে কিছুদিন ভয়ে ভয়ে আড়ালে আবডালে এবং ঘরেই অবস্থান করেন। অন্য দিকে সহিংসতা ও সংঘর্ষের আশঙ্কায় বিজয়ী প্রার্থী স্বয়ং তার কর্মিসমর্থকদের আনন্দ মিছিল সাধারণত করতে দেন না এবং সহনশীল আচারণ করতে বলেন। প্রধানমন্ত্রীও বরাবরই তা নিষেধ করেন।

কিন্তু মেহেরপুর- মুজিবনগরে বিজয়ী প্রার্থী প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন নির্বাচনের পূর্ব থেকেই আওয়ামীলীগ নেতা কর্মিদের শয়তান বলে আখ্যা দিয়ে আগে থেকেই তার কর্মিসমর্থকদের উসকানি দিয়ে রেখেছেন। নির্বাচনের দিন জানুয়ারি বিকেল ৪টায় ভোট শেষ হওয়ার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই রকেট গতিতে সুবিদপুর কেন্দ্রের ভোট গনণার শেষে ফলাফল ঘোষনা করা হয়। এরপর সেখানে এবং দুই উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের নির্বাচন পরবর্তি সহিংসতা ও হিংস্রতা শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত চলছে।

গতকাল সোমবার রাতে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের লোকজন মিছিল সহকারে গিয়ে মুজিবনগর উপজেলার চেয়ারম্যান প্রবীন আওয়ামীলীগ নেতা জেলা আওয়ামীলীগ এর সহ সভাপতি জনাব জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের বাসায় হামলা চালায় ইট পাটকেল ছোড়ে এবং তার লোকজনকে মারধর করে। এসময় এলাকা বাসী আত্মরক্ষার্থে প্রতিরোধ করলে সংঘর্ষ বাধে এতে উভয় পক্ষের লোকজন আহত হয়। জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস ও তার লোকজন প্রানভয়ে আইনের আশ্রয় নেয়ার জন্য বাইরে যেতে পারছেন না। এছাড়াও একই উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের আওয়ামীলীগ কর্মি লালনের বাড়িতে

হামলা করা হয়।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, সদর উপজেলার কলাইডাঙ্গা ও কালীগাংনী গ্রামে মহিলা মেম্বার বুলবুলি খাতুন ও মহিলা মেম্বার রহিমা খাতুন ভেজালীকে মেরে আহত করা হয়েছে। বুলবুলিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে রেফার্ড করা হয়। কালীগাংনীর অনেকে প্রাণ ভয়ে বাড়ি ছাড়া। তেরোঘরিয়া বিল দখল করে নিয়েছে, যতারপুরে সাহেব আলীর কলা বাগান ও পেঁপে বাগান তছরুপাত করে। সোনাপুরে ছফর আলীর বাড়িতে হামলা করা হয়েছে, উজলপুরে মনছুদ্দিন ও তার পরিবারকে মারধর করেছে নৌকার কর্মি গোলাম মেম্বার, গোভীপুরে আছুনুর রহমান গোপালের উপর হামলা করেছে ইউপি চেয়ারম্যান ও তার লোকজন, আশরাফপুরে হায়দার ও নিজাম সহ ১০/১২ জন আওয়ামীলীগ কর্মিকে মারধর করেছে ও বাড়িছাড়া করেছে, দক্ষিণ শালিকায় ওসাইদ মেম্বারের অফিসে হামলা করেছে, রাধাকান্তপুরে ইসমাইল মেম্বারের বাড়িতে হামলা ও ভাংচুর করেছে, চাঁদবিলে হাবিবের বাড়িতে হামলা করায় সে প্রাণ ভয়ে বাড়ি ছাড়া, বর্শিবাড়িয়াতে ৮/১০ টি মাটরসাইকেল যোগে প্রতিমন্ত্রীর সমর্থকরা রামদাসহ অস্ত্র সজ্জিত হয়ে পরাজিত ট্রাক প্রতিকের লোকজনকে খুজতে থাকে, মেহেরপুর পৌরসভার ০৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ সভাপতির অফিসে তালা দিয়েছে। এছাড়াও প্রতিনিয়তই হামলার ঘটনা ঘটছে। অবিলম্বে এর অবসান না হলে হামলার শিকার ব্যক্তিরা নিজেদের বাঁচার তাগিদে ঘুরে দাড়ালে আরো মারাত্মক সংঘর্ষ ব্যপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পুলিশ প্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর চাপে কোন আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছে না এবং ভোটে যে কারচুপি হয়েছে তা আপনারাও বুঝতে পেরেছেন।

মেহেরপুরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা: দু’ পক্ষের ২১ জন আহত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় আনন্দবাস গ্রামে পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের কর্মী সমর্থকদের হমালায়

নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন ১৮ কর্মী আহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয় পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থীর তিন নেতা-কর্মী।

গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে ঐ গ্রামের জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও মুজিবনগর উপজেরা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, আনন্দবাস গ্রামের কিয়ামত আলীর ছেলে সাবেক ইউপি সদস্য ফেরদোস আলী (৫০), আল মাজুল মোল্লার ছেলে আকাশ (২৫), মৃত বক্স বিশ্বাসেট ছেলে টুকু বিশ্বাস (৪০), সিরাজুল ইসলামের ছেলে হাসিব (১৩), আলতাব হোসেনের ছেলে অন্তর (১৬), ফজলু মোল্লার ছেলে আব্দুল হামিদ (৩২), মৃত জিরোত আলীর ছেলে আশরাফুল ইসলাম (৪৫), মৃত ওসমানের ছেলে আয়াত আলী (৪৫), নঈমুদ্দীন মোল্লার ছেলে নাহিদুল ইসলাম (৫৯), আয়ূব হোসেনের ছেলে নাহিদুল ইসলাম (৩৫) ওয়াজ কুরুনির ছেলে পিয়াস (২৫), মৃত শওকত আলীর ছেলে আলী ইয়াছিন (৫০) সহ আরো ৬ জন।

প্রতক্ষ্যদর্শীরা জানান, রাত সাড়ে ৯ টার দিকে আনন্দবাস গ্রামে মেহেরপুর-১ আসনে নৌকার প্রার্থী ফরহাদ হোসেনের কর্মী-সমর্থকরা বিজয় মিছিল শুরু করে। মিছিলটি স্বতন্ত্র প্রার্থীর নেতা জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ির সামনে পৌঁছালে মিছিলের মধ্যে থেকে পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক কর্মীকে চড় থাপ্পড় মারে। এতে ক্ষিপ্ত হয় স্বতন্ত্র প্রার্থীর লোকজনরা। ছাদের উপর থেকে নৌকার কর্মী সমর্থকদের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। ঘটনার এক পর্যায়ে তারা দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিশোটা নিয়ে নৌকার কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা চালায়। এতে নৌকার পক্ষের ১৮ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর তিন কর্মী-সমর্থক আহত হয়।

স্থানরীয়রা তাদের উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। এদের মধ্যে সাবেক ইউপি সদস্য ফেরদৌস আলীসহ তিন কর্মীর অবস্থা গুরুতর হলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উজ্জ্বল কুমার দত্ত্ব জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি দল। উভয় পক্ষের নেতা-কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়ে করা হয়েছে। কেউ মামলা করলে

তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা যায়নি।

মেহেরপুরে দুইটি আসনের ৯ প্রার্থীর জমানত বাজেয়াপ্ত

মেহেরপুর-১ আসনে চারজন এবং মেহেরপুর-২ আসনে পাঁচজন প্রার্থী জামানত রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী প্রদত্ত (কাস্টিং ভোট) ভোটের আট ভাগের এক ভাগ ভোট পেলে প্রার্থী জামানত ফেরত পাবেন। সে হিসেবে ওই কাঙ্ক্ষিত ভোট না পাওয়ায় ৯ প্রার্থীর জামানতের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হবে। প্রচলিত কথায় এসব প্রার্থী জামানত হারাচ্ছেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গত রোববার (৭ জানুয়ারি) ভোটগ্রহণ হয়। নির্বাচন কমিশনের তথ্য মতে, মেহেরপুর-১ (সদর-মুজিবনগর) আসনে ৩ লাখ ৩৭ জন ভোটারের মধ্যে প্রদত্ত ভোট ১ লাখ ৫৯ হাজার ৫৪১। জামানত ফিরে পেতে কাস্টিং ভোটের আট ভাগের এক ভাগ হিসেবে একজন প্রার্থীকে সর্বনিম্ন ১৯ হাজার ৯৪৩ ভোট পেতে হবে।

ফলাফলে দেখা গেছে, মেহেরপুর-১ আাসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন (নৌকা) ৯৪ হাজার ৩০৩ ভোট পেয়েছেন। স্বতন্ত প্রার্থী সাবেক এমপি আব্দুল মান্নান (ট্রাক) ৫৭ হাজার ৬৮২ ভোট পান।

এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন (ঈগল) ১ হাজার ৪৪০ ভোট, জাতীয় পার্টি প্রার্থী আব্দুল হামিদ (লাঙ্গল) ৮২০ ভোট, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) প্রার্থী তারিকুল ইসলাম লিটন (আম) ৪৫৯ ভোট এবং বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তি জোট প্রার্থী বাবুল জম (ছড়ি) প্রতীকে ২৪১ ভোট পেয়েছেন। প্রদত্ত ভোটের শতাংশ হিসেবে চার প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে।

অপরদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে মোট ২ লাখ ৫৫ হাজার ৯২৯ ভোটের মধ্যে প্রদত্ত ভোট ১ লাখ ২৮৫ হাজার ৪১১। প্রদত্ত ভোটের হিসেবে

জামানত ফিরে পেতে একজন প্রার্থীকে সর্বনিম্ন ১৬ হাজার ৫২ ভোট পেতে হবে।

এ আসনটিতে সাতজন প্রার্থীর মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ডা. আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক সাগর (নৌকা) ৭২ হাজার ৭২৮ ভোট এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক এমপি মকবুল হোসেন (ট্রাক) ৪৯ হাজার ৫৯৩ ভোট পান।

এ ছাড়া জাতীয় পার্টির প্রার্থী কেতাব আলী (লাঙ্গল) ৮৯৬ ভোট, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট প্রার্থী শাহ জামাল (ছড়ি) ২৯৪ ভোট, বিএনপির সাবেক এমপি তৃণমূল বিএনপি প্রার্থী আব্দুল গনি (সোনালি আঁশ) ২৯১ ভোট, বাংলাদেশ কংগ্রেস প্রার্থী আল ফারুক (ডাব) ২৭৩ ভোট এবং ন্যাশনাল পিপলস পার্টি প্রার্থী গোলাম রসুল (আম) ২০৮টি ভোট পেয়েছেন। প্রদত্ত ভোটের হিসেবে এ আসনটিতে এ প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে।

নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য পদে একজন প্রার্থীর জামানত জমা ছিল ২০ হাজার টাকা। মেহেরপুর-১ আসনের চারজন এবং মেহেরপুর-২ আসনের পাঁচ প্রার্থীর ওই জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী এ অর্থ বাজেয়াপ্ত করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হবে।

মুজিবনগরে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন নতুন এমপি নাজমুল হক সাগর

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ মনোনীত মেহেরপুর -২(গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আবু সালেহ মো: নাজমুল হক সাগর।

আজ সোমবার দুপুরে তিনি জেলা ও উপজেলা আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদের নিয়ে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক,জেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি সিরাজুল ইসলাম,মহিলা আওয়ামীলীগ নেত্রী নুরজাহান বেগমসহ অনেকে। এরপর টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্দু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবদেন করবেন বলে জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে ট্রাক্টরের ধাক্কায় রিক্সা চালক আহত

মেহেরপুর পৌর ভূমি অফিসের সামনে ট্রাক্টরের ধাক্কায় রিক্সা চালক মোঃ কালু আহত হয়েছে। আজ সোমবার (৮ জানুয়ারি) বেলা ১২ টা ২০ মিনিটের সময় এই দূর্ঘটনাটি ঘটে। আহত মোঃ কালু (৫৩), গোভিপুর ভিটাপাড়া মৃত আক্কাস আরীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানায় পৌর ভূমি অফিসের সামনে রিক্সার চালক মোঃ কালু
(৫৩) তার নিজ রিক্সার নিয়ে দাড়িয়ে ছিলো অপর দিক থেকে আসা ট্রাক্টর চালক রায়হান (৩৫) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রিক্সার চালক কালুর রিক্সাসহ তার শরীরে উঠিয়ে দিয়ে রিক্সা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এসময় সে জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে আমরা স্থানীরা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এসময় কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন আহত কালুর মাথা, হাতে ও বুকে গুরুতর ভাবে আঘাত হয়েছে। আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ভর্তি করে রেখেছি।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ কনি মিয়া বলে আমরা খবর পেয়ে ঘর্টনা স্থানে থানার একটি টিম পাঠিয়েছি তারা ট্রাক্টর চালক রায়হানকেসহ ট্রাক্টটি ও ভেঙ্গে যাওয়া রিক্সাটি থানা হেফাজতে নিয়ে আসে। এ নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ দিকে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় আহত রিক্সাচালক কালু মারা গেছে বলে প্রচার করা হয়েছে।

মেহেরপুরে অটো ও মোটরসাইকেল সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া বড় মসজিদের সামনে অটো ও মোটরসাইকেল সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী মোঃ রিপ্ত গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে।

আজ সোমবার (৮ জানুয়ারি) দুপুর ২ টা ৪০ মিনিটের সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহত মোঃ রিপ্ত (১৭) বামনপাড়া গ্রামের স্বপন মীরের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায় মোটরসাইকেল আরোহী মোঃ রিপ্ত বামনপাড়া বড় মসজিদের সামনে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা অটোর সাথে ধাক্কা মেরে ছিটকে রাস্তাতে পড়ে যায় এসময় মাথায় গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। আমরা স্থানীয়রা ও আঘাতপ্রাপ্ত রিপ্তর আত্মীয় স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এসময় কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

তৃতীয় বারের মত এমপি হলেন ফরহাদ হোসেন

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে ৩য় বারের মত আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী নৌকা প্রতিক নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। নৌকা প্রতিক নিয়ে ৯৪৩০৩

ভোট পেয়ে বে-সরকারি ভাবে বিজয়ী হন তিনি।

আজ রবিবার রাত আটটার দিকে বেসরকারি ভাবে ভোটের ফলাফল ঘোষনা করা হয়। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা শামীম হাসান বেসরকারিভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন।

ফরহাদ হোসেনের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আবদুল মান্নান ট্রাক প্রতিক নিয়ে ৫৭৬৯২ ভোট পেয়ে পরাজিত হন।

সকাল ৮ থেকে ভোট গ্রহন শুরু হয়ে বিরতীহিন ভাবে বিকাল চারটা পর্যন্ত চলে এই ভোট গ্রহন। মেহেরপুর ১ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ৩৭ জন।

এদিকে, বিজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়েছে ফরহাদ হোসেনের সমর্থকরা। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সন্ধ্যা থেকেই ভিড় জমাই হোসেনের বাসভবনের সামনে। ফলাফল ঘোষণার পরে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন তাকে।

এর আগে ২০১৪ সালে এবং ২০১৮ সালে দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৮ সালে তিনি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান।